দৈনিক
আমাদের সময়

তারিখ ... 7 AUG 2017 ...
পৃষ্ঠা ...৬... কলাম ...২...

একই সময়ে স্নাতক পাস ও স্নাতক সম্মান সনদ

চাকরিচ্যুত হয়ে প্রধান শিক্ষকের ওপর ক্ষোভ

চৌধুরী ভাস্কর হোম, মৌলভীবাজার ●

শ্রীমঙ্গল উপজেলার মোহাজেরাবাদ উচ্চ বিদ্যালয়ে সহকারী লাইব্রেরিয়ান পদ থেকে অব্যাহতি পেয়ে প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন মো. সরওয়ার হোসেন নামের এক ব্যক্তি। শুধু তাই নয়, তিনি ঘুষ গ্রহণের অভিযোগ তুলেছেন প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে। এতে ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছে বিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটি, ছাত্রছাত্রী ও এলাকাবাসী।

জানা যায়, অবৈধ ঘোষিত দারুল ইহসান বিশ্ববিদ্যালয়ের সনদের কারণে মোহাজেরাবাদ উচ্চ বিদ্যালয়ে সহকারী লাইব্রেরিয়ান মো. সরওয়ার হোসেন সম্প্রতি চাকরিচ্যুত হন। এরই পরিপ্রেক্ষিতে তার পিতা আবদুল হান্নান মৌলভীবাজার জেলা প্রশাসক বরাবরে অভিযোগ করেন। অভিযোগে তিনি দাবি করেন, নিয়োগ ও এমপিওভুক্তির জন্য ওই স্কুলের প্রধান শিক্ষককে তিন ধাপে সাড়ে ৩ লাখ টাকা প্রদান করা হয়েছে।

অনুসন্ধানে জানা যায়, শ্রীমঙ্গলে মোহাজেরাবাদ গ্রামের আবদুল হান্নানের পুত্র মো. সরওয়ার হোসেন ২০১০ সালে শ্রীমঙ্গল সরকারি কলেজ থেকে তৃতীয় বিভাগে স্নাতক পাস করেন। তবে চাকরির জন্য তৃতীয় বিভাগ গ্রহণযোগ্য না হওয়ায় তিনি একই সময়ে অবৈধ ঘোষিত দারুল ইহসান বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক সম্মানের আরও একটি সনদ নিয়ে আবেদন করে চাকরিপ্রাপ্ত হন। হাইকোর্টের নির্দেশে ২০০৬ সালের পর থেকে দারুল ইহসান বিশ্ববিদ্যালয়ের এই সনদ অবৈধ ঘোষিত হলে তাকে চাকরি থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়।

ওই বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটির সভাপতি মো. সেলিম আহমেদ জানান, হাইকোর্ট বিতর্কিত দারুল ইহসান বিশ্ববিদ্যালয়ের এরপর পৃষ্ঠা ৯ কলাম ১

চাকরিচ্যুত হয়ে প্রধান

(৩ এর পৃষ্ঠার পর) ২০০৬ সালের পর থেকে সব সনদ বাতিল করে। এ বিষয়ে হাইকোর্টে আপিল থাকায় আমরা ২০১৭ সালের ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত তাকে স্বপদে বহাল রাখি। কিন্তু আপিল খারিজ হয়ে যাওয়ায় আমরা বিদ্যালয় থেকে অব্যাহতি দিই।

এদিকে মো. সরওয়ার হোসেনের পিতা মো. আবদুল হান্নান শনিবার দুপুরে শ্রীমঙ্গল প্রেসক্লাবে সংবাদ সম্মেলন করে বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে ছেলের নিয়োগের জন্য সাড়ে তিন লাখ টাকা ঘুষ দিয়েছেন বলে জানান।

এ ব্যাপারে প্রধান শিক্ষক কামরুল হাসান জানান, ২০১৩ সালে শ্রীমঙ্গল মোজেরাবাদ উচ্চ বিদ্যালয়ে একজন সহকারী শিক্ষক, একজন লাইব্রেরিয়ান এবং একজন চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারী পদের জন্য নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করলে নিয়ম অনুসারে তারা নিয়োগপ্রাপ্ত হন। সরওয়ার হোসেনের কাগজপত্র কয়েকবার এমপিওভুক্তির জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে প্রেরণ করা হয়। কিন্তু তার ডিগ্রির সনদ দারুল ইহসান ইউনির্ভাসিটির হওয়ায় এবং ইউজিসি কর্তৃক স্বীকৃত না হওয়ায় আবেদনপত্রটি প্রত্যাখ্যান হয়। তাকে চাকরি থেকে অব্যাহতি প্রদানের ফলে ক্ষুব্ধ হয়ে আমার বিরুদ্ধে তার পিতা উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে ঘুষ লেনদেনের মিথ্যা অভিযোগ উত্থাপন করেন।

একই সময়ে দুটি সনদ সম্পর্কে শ্রীমঙ্গল সরকারি কলেজের ভাইস প্রিন্সিপাল আবুল কালাম আজাদ বলেন, একই ব্যক্তির একসঙ্গে দুটি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সনদ গ্রহণ করা জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি নীতিমালার পরিপন্থী ও অপরাধ। যদি ওই ব্যক্তির অপরাধ প্রমাণিত হয়, তা হলে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তার সনদ বাতিলসহ আইনানুগ যে কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে।

অব্যাহতিপ্রাপ্ত সহকারী লাইব্রেরিয়ান মো. সরওয়ার হোসেন চাকরিচ্যুত করার আগে তাকে আরও ছয় মাসের সময় দেওয়ার আবেদন জানিয়েছেন। তবে ঘুষের টাকা তিনি দেননি, বিষয়টি তার পিতা জানেন বলেও জানান তিনি।

ব্যানবেইস
পরিচালকের কার্যালয়
প্রাপ্তি নং.....
তারিখ.....

চীফ, পরিসংখ্যান বিভাগ	
চীফ, ডি.এল.পি বিভাগ	
সিস্টেম এনালিস্ট	
সিস্টেম ম্যানেজার	
প্রশাসনিক কর্মকর্তা	
পি.এ.	
কার্যার্থে/জ্ঞাতার্থে	

স্বাক্ষর